ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’গ্রুপের সংঘর্ষ-আহত ২০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার কে কেন্দ্র করে দুদল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। দুধসর ইউনিয়নের কুলচারা গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ সমর্থিত দুই গ্রুপের মধ্যে মঙ্গলবার সকালে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো-উভয় পক্ষের ওই গ্রামের বজলুর রহমান, সেলিম বিশ্বাস, হুজুর আলী বিশ্বাস, সবুর মিয়া, সোহাগ বিশ্বাস, জাইবার বিশ্বাস, নুজদার আলী বিশ্বাস, আখের আলী, নান্নু বিশ্বাস, রুস্তম আলী, খলিল বিশ্বাস, মোদাচ্ছের আলী, হাকিম বিশ্বাস, সবেদ আলীসহ অন্তত ২০ জন।
শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের পান্নাফ মোল্লা ও সেলিম বিশ্বাসের সমর্থকদের মাঝে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল।

গত সোমবার ওই গ্রামের পান্নাফের সমর্থক কেদার আলী সাথে সেলিমের সমর্থক মামুদ আলী জমি কেনা-বেচা নিয়ে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানা পুলিশের সাথে সাপুড়িয়াদের মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টারে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলার সকল সাপুড়িয়াদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন,অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ মহসীন হোসেন সহ সকল অফিসারবৃন্দ। অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সাপুড়িয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন,সাপে কাঁটা রোগীর চিকিৎসা করার নামে সময় ক্ষেপণ না করে, দ্রত সরকারী হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

সাপের সংবাদ পেয়ে সাপ ধরতে গেলে যেন নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে কাজ করা হয়। এছাড়া চিকিৎসার নামে অবহেলা করে কোন সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুর কারণ যেন না হয়। যদি এমন হয় তবে উক্ত সাপুড়িয়াদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে সতর্ক করেন।

শৈলকুপায় মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন ইউএনও কানিজ ফাতেমা লিজা।

এসময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শিকদার শেফালি বেগম,মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসাসহ মৎস্যচাষী ও জেলেরা উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন, মৎস্য খাত দেশের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি খাত। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ খাতের

সম্প্রসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হরিণাকুণ্ডুতে যৌতুক না দেওয়ায় গৃহবধুকে অমানষিক নির্যাতন

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ছোট ভাদড়া গ্রামে যৌতুক না দেওয়ায় সিমা খাতুন (১৯) নামের এক গৃহবধুকে অমানষিক নির্যাতন করেছে তার স্বামী ও শ্বশুড় বাড়ির লোকজন। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা সিমা খাতুনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সিমার মা আঙ্গুরা খাতুন জানান, ১ বছর আগে ছোট ভাদড়া গ্রামের টিপু বিশ্বাসের ছেলে রনি বিশ্বাসের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় পরিবার থেকে রনিকে সোনার গহনাসহ নানা উপকরণ দেওয়া হয়। বিয়ের পর কিছুদিন সব কিছু ঠিক থাকলেও ৬ মাস পর থেকে সিমার উপর নির্যাতন শুরু করে রনি ও তার পরিবার। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে অস্বীকার করায় প্রায়ই তাকে শারিরীক ও মানষিক নির্যাতন করে আসছিল। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে সিমা খাতুনকে রনি, শ্বশুড় টিপু সুলতান ও শ্বাশুড়ি তাকে অমানষিক নির্যাতন করে। মারধরে অজ্ঞান হয়ে গেলে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
সিমার মা আঙ্গুরা খাতুন বলেন, রনি জোড়াদহ ভূমি অফিসে চাকুরি করে। বিয়ের পর থেকে ওই লোভী রনি আমার মেয়েকে নির্যাতন করছে। আমি এর বিচার চাই।
অভিযুক্ত রনি বিশ্বাস বলেন, অনেক বিষয় আছে ভাই। সরাসরি দেখা করেন বলতে পারব। এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩৫ বছর পর মায়ের কোলে ফিরেছে পাকিস্তানে পাঁচার হওয়া ঝিনাইদহের জাহেদা

ঝিনাইদহের জাহেদা খাতুনকে ১৯৮৫ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর তাকে নেশা জাতীয় ওষুধ খাইয়ে পাকিস্তানে বিক্রি করে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। জাহেদার পরিবারকে বলা হয় তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে না পেয়ে পরিবার ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু মায়ের মন বলছিল মেয়ে একদিন ফিরে আসবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সেই জাহেদা প্রায় ৩৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছেন।

জাহেদা খাতুনের বর্তমান বয়স ৫৫ বছর। ঝিনাইদহ সদরের ভুটিয়ারগাতী গ্রামের মৃত জব্বার আলী শেখের বড় মেয়ে। গত ২৮ শে আগস্ট রাতে তিনি বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে পাকিস্তান থেকে দেশে আসেন। পরদিন ২৯ আগস্ট বিকেলে তিনি ঝিনাইদহে বাবার বাড়িতে ফেরেন।

জাহেদা মাত্র তিন মাসের ভিসায় পরিবারের কাছে ফিরেছেন। সময় শেষ হলেই তাকে পাকিস্তানে ফিরতে হবে।
জাহেদার পরিবারের লোকজন সাংবাদিকদের জানান, ৪০ বছর আগে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর রহিমের সঙ্গে জাহেদার বিয়ে হয়। পরিবার জানতো না তার ঘরে সতীন আছে। শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ ষড়যন্ত্র করে জাহেদাকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে বিক্রি করে দেন। পরে যখন তার জ্ঞান ফেরে তিনি তখন দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জায়গায় রয়েছেন। পরবর্তীতে বুঝতে পারেন এটা বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানের করাচি। সেখানে তাকে দুই বার বিক্রি করা হয়।

একপর্যায়ে সেখানকার এক আলেম তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। তখন বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে তিনি জাহেদাকে এক পাকিস্তানি যুবক গুল্লা খানের সঙ্গে বিয়ে দেন। জাহেদার জীবনে একটু স্বস্তি ফিরে আসে। সেখানে তার ইয়াসমিন (২২) নামের একটি মেয়ে রয়েছে।

নামে এক ছেলে আমাদেরকে খোঁজ করে। তাদের সহযোগিতায় আমার বোন বাড়িতে ফিরে আসেন।
জাহেদা খাতুন বলেন, পাবনার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমাকে পাকিস্তানে বিক্রি করে দেয়। পরে সেখানে এক আলেমের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এরপর ওই আলেম আমাকে পাকিস্তানি যুবক গুল্লা খানের সঙ্গে বিয়ে দেন। সেখানে আমার একটা মেয়েও হয়। কিন্তু দেশে আসার কোনো উপায় জানা ছিল না আমার।

এরপর ওয়ালিউল্লাহ মারুফের সঙ্গে যোগযোগ করি, সে আমাকে ফেসবুকের মাধ্যমে বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার মনজুর আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেয়। এরপর আমাকে তিন মাসের একটি ভিসা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায়। এখন আমি আমার পরিবারকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত।

ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়নে এমপি’র অনুদানের চেক বিতরণ

ঝিনাইদহ সদরের ৪নং হলিাধানী ইউনিয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সুমির দেওয়া আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। ৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এই চেক হস্তান্তর করা হয়। অনুদানের চেক পেয়েছেন গাড়ামারা গ্রামের উত্তর পাড়া গোরস্থানে ১ লক্ষ টাকা ও হলিধানী শেখপাড়া মসজিদে ৫০ হাজার টাকা । চেক হস্তান্তর করেন ৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ হারুনুর রশিদ। এসময় ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি গতকাল সোমবার পালিত হয়েছে। শাস্ত্রমতে, দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে। তার জন্মতিথিকে জন্মাষ্টমী হিসেবে উদযাপন করা হয়। তবে করোনা মহামারির কারণে এ বছর সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ কোনো আয়োজনই থাকছে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইসকন) জেলা কেন্দ্রীয় মন্দির ঝিনাইদাহ; প্রাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ থাকবে পূজা-আর্চনাসহ সব আয়োজন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে, পাঁচ হাজার বছর আগে পাশবিক শক্তি যখন ন্যায়, নীতি, সত্য ও সুন্দরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন সেই অশুভ শক্তিকে দমন করে কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অবতার হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু পঞ্জিকা মতে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্রের প্রাধান্য হয় তখন জন্মাষ্টমী পালিত হয়।

মধুপুরে পিচ ঢালা রাস্তায় এখন হাবড় কাঁদা

এক সময় ছিল পাঁকা রাস্তা, এখন হয়ে গেছে মাটির। শুধু মাটির নয় রিতিমত হাঁবড়। গত ১২ বছর সংষ্কার না হওয়ায় এক সময়ের পিচের

রাস্তাটি এখন মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার পিচ-পাথর উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর বোঝার উপায় নেই এখানে এক সময় পাঁকা রাস্তা ছিল।

বর্তমান অবস্থা এতোটাই খারাপ যানবাহন তো দুরের কথা পথচারী এমনকি গরু ছাগলও হেটে যাতায়াত করতে পারছে না। এই অবস্থা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটী ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের। গ্রামবাসি সিদ্দিক হোসেন জানান, বিজয়াপুর ও শৈলকুপা উপজেলার পিড়াগাতি গ্রামের মাঝে এই দুই কিলোমিটার রাস্তা দুই উপজেলাবাসির জন্য খুবই জনগুরুত্বপুর্ন। অথচ এলজিইডি’র আওতাভুক্ত এই রাস্তাটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ন হলেও নির্মানে কোন গুরুত্ব নেই।

ফলে বছরের পর বছর কাঁদায় নিমজ্জিত থাকে সবচে গুরুত্বপুর্ন এই সড়কটি। দূর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা আবু বক্কর জানান, মাত্র দুই কিলোমিটার রাস্তার জন্য দুই উপজেলার ২০ গ্রামের মানুষ ৩০ কিলোমিটার ঘরে ঝিনাইদহ জেলা শহরে আসেন। অথচ রাস্তার দুই পাশে ৩২ কিলোমিটার উন্নতমানের পাকা রাস্তা আছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের ঝিনাইদহ অংশের পাঁচমাইল নামক স্থান থেকে উত্তর দিকে এই রাস্তাটি ঝিনাইদহের বিজয়পুর, দুর্গাপুর, শৈলকুপার পিড়াগাতি, ফাদিলপুর হয়ে শৈলকুপা উপজেলা শহরে মিলেছে। অন্যদিকে দূর্গাপুর গ্রাম থেকে ঝিনাইদহ শহর পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তাও পিচঢালা।

কিন্তু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দূর্গাপুর ও শৈলকুপার পিড়াগাতি গ্রামের মাঝে দুই কিলোমিটার সড়ক রয়েছে চলাচলের একেবারেই অযোগ্য। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। এই গর্ত পেরিয়ে ভারী যানবাহন, ভ্যান-রিক্সা দুরের কথা এখন আর পাঁয়ে হেটেও পথ পাড়ি দেওয়া যাচ্ছে না। এখন আর রাস্তাটি দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে এক সময় পাঁকা রাস্তা ছিল। শৈলকুপা উপজেলার পিড়াগাতি গ্রামের আলিনুর রহমান জানান, ফাদিলপুর বাজারটি শৈলকুপা উপজেলার বড় বাজার।

এই বাজারের ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে মোকাম করতে পারছেন না। যারা করছেন তাদেরও শৈলকুপা শহর হয়ে ঝিনাইদহ যেতে হচ্ছে। এতে তাদের অতিরিক্ত ৩০ কিলোমিটার ঘুরতে হচ্ছে। তারা দূর্গাপুর হয়ে ঝিনাইদহ গেলে মাত্র ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই যেতে পারে। এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পন্য সহজে বাজারজাত করতে পারছেন দুই কিলোমিটার রাস্তার জন্য। এ বিষয়ে তারা একাধিকবার ঝিনাইদহ এলজিইডি অফিসে

যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু রাস্তাটি সংষ্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মনোয়ার হোসেন জানান, এই রাস্তাটি সংষ্কারের জন্য কয়েক দফা উচ্চ পর্যায়ে লিখেছেন। কিন্তু এখনও বরাদ্ধ পাননি। আবারো বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করবেন বলে তিনি জানান। বরাদ্ধ পেলেই দ্রæত মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে শোকাবহ আগস্টে নিহতদের স্মরণে ছাত্রলীগের আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঝিনাইদহ জেলা শাখা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাচুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই।
প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয়, সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার, নজরুল ইসলাম, আশফাক মাহমুদ জন, জাহাঙ্গীর হোসাইন, শাকিল আহম্মেদসহ অন্যান্যরা।
এসময় বক্তারা বলেন, জাতির জনকের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে সেটা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তার আদর্শকে বুকে লালন করে

সোনার বাংলা গড়তে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

ঝিনাইদহে বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া পুটিয়া গ্রামে দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার ঘটনাকে পুঁজি করে প্রতিপক্ষের বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন ভুক্তভোগি কয়েকটি পরিবার।
এসময় তারা অভিযোগ করে বলেন, গত ২৯ জুলাই পুটিয়া গ্রামে মসজিদে নামাজ পড়ার সময় আকামত দেওয়াকে কেন্দ্র করে মুসল্লীদের মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জের ধরে পরদিন উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে মোদাচ্ছের হোসেন নামের এক ব্যাক্তি নিহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই গ্রামের মিলন-বিপুল বাহিনী গ্রামে লুটপাট, ভাংচুর চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওই গ্রামের কমপক্ষে ৭০ টি বাড়ি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, গ্রামে মিলন-বিপুল বাহিনীর অত্যাচারে গ্রামের ৫০ টির অধিক পরিবার নির্দোষ হওয়া স্বত্তেও বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে মানবেতর জীবনযানপন করছে।
সংবাদ সম্মেলন থেকে বলা হয়, নিহত হওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী বাদি হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যে মামলায় আসামীরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তারপরও থেমে নেই অত্যাচার। তাই এ অত্যাচার নিপীড়ন বন্ধে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনের ভুক্তভোগী রজব আলী, যুমনা বেগম, লালমতি খাতুন, কবির হোসেন, বিউটি আক্তার, রোকেয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।